



121290 - উক্তটি কার সবে ববিচেনা থেকে হাদসিরে প্রকারভদে

প্রশ্ন

আসসালামু আলাইকুম। আমি কিছু পরভিষার ব্যাপারে জানতে চাই। আশা করব আপনারা সবে পরভিষাগুলো স্পষ্ট করবেন। যমেন কিছু আলোচনাতে শুনি: হাদসি মারফু, হাদসি মাকতু?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হাদসি বশিরদগণ হাদসিকে কয়কেটা ভাগে ভাগ করে থাকেন। কয়কেটা দিকি ববিচেনায় এ বিভাজনটি করা হয়ে থাকে। তমেনি একটা দিকি হচ্ছ- বক্তা অনুসারে উক্তি (হাদসি) কে বিভাজন করা। হাদসিবদিগণ বলেন: বক্তা বা উক্তকারীর দিকি ববিচেনা করে হাদসিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

এক: হাদসি কুদসি:

যে হাদসি আমাদরে নকিট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সূত্রে তাঁর রব্ব থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদসিরে ক্ষত্রে রাবি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রব্ব থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন অথবা এ ধরনের কোন কথা।

দুই: হাদসি মারফু

যে কথা, কাজ, অনুমোদন অথবা গুণকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্বন্ধিত করা হয়।

তনি: হাদসি মাওকুফ

যে কথা, কাজ, অনুমোদন অথবা গুণকে সাহাবীর সাথে সম্বন্ধিত করা হয়। অর্থাৎ যে কথা, কাজ সাহাবী হতে প্রকাশিত হয়েছে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে নয়।

যমেন- আলী (রাঃ) এর উক্তি: “তুমি তোমার প্রিয় ব্যক্তিকে ভালবাসার ক্ষত্রে কিছুটা শখিলি হও; হতে পারে সবে একদনি তোমার দুশমন হয়ে যাবে। তুমি তোমার দুশমনকে ঘৃণা করার ক্ষত্রে কিছুটা শখিলি হও; হতে পারে সবে একদনি তোমার প্রিয়ব্যক্তি হয়ে যাবে। [এই মাওকুফ হাদসিটি ইমাম বুখারী তাঁর ‘আদাবুল মুফরাদ’ গ্রন্থে সংকলন করছেন (নং-৪৪৭)]



খতবি বাগদাদি বলনে: “বর্ণনাকারী য়ে হাদসিকে সাহাবীর সাথে সম্পূক্ত করনে; সাহাবীকে অতিক্রম করে যায় না।”

ইমাম হাকমে সনদ (সূত্র) পরম্পরা কর্তন না হওয়ার শর্ত করছেন। তিনি বলছেন: হাদসিটি সাহাবী থেকে বর্ণনা করা হবে। এতে কোন ইরসাল (শেষের দিকে সূত্রচ্ছদে) বা ইদাল (দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সূত্রচ্ছদে) থাকতে পারবে না। যখন সূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছবে তখন বলবে: তিনি এই এই বলছেন অথবা তিনি এই এই করছেন অথবা তিনি এই এই নরিদশে দতিনে।

অনকে সময় সাহাবী ছাড়া অন্য কারো কোন উক্তির ক্ষেত্রেও মাওকুফ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলতে হবে যমেন: এই হাদসিটি অমুক রাবি ‘যুহরি’র মাওকুফ হিসেবে অথবা ‘আতা’র মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করছেন। এ দুইজনকে প্রত্যেকে তাবঈ অথবা তাব-তাবঈ।

চার: হাদসি মাকতু

যে কথা, কাজ, অনুমোদন অথবা গুণকে তাবঈর সাথে সম্বন্ধিত করা হয়। এটাকে আছারও বলা হয়। যমেন- মাসরুক ইবনে আজদা থেকে বর্ণিত আছে: “কোন ব্যক্তির আল্লাহভীতি তাঁর ইলম সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। আর কোন ব্যক্তির আত্মম্ভরতি তার অজ্ঞতা সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট।”

ইবনে সালাহ (রহঃ) বলনে: সনদকর্তৃতি কোন হাদসিকে মুনকাতিনা বলে মাকতু বলার উদাহরণ আমি শাফয়েি (রহঃ), আবুল কাসমে তাবারানী (রহঃ) প্রমুখেরে বক্তব্যে পয়েছে।[মুকাদ্দমাতু ইবনে সালাহ ফি উলুমলি হাদসি, পৃষ্ঠা-২৮]

যে গ্রন্থগুলিতে মাওকুফ ও মাকতু হাদসি বেশি পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে- মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক সানআনি, ইমাম তাবাররি তাফসরি তাবারি, ইবনে মুনযরি এর গ্রন্থাবলী ইত্যাদি।

বভিনি দৃষ্টিকোণ থেকে হাদসিরে প্রকারভেদে আরো বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: ইবনে হাজারের ‘নুখাতুল ফকার’ (পৃষ্ঠা-২১), অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় জানার জন্য পড়ুন সাখাবীর “ফাতহুল মুগছি” (১/১০৮-১১২), ড. আব্দুল্লাহ আল-জাদি এর “তাহরিরি উলুমলি হাদসি” (১/২৫) এবং ড. মাহমুদ তাহান এর “তাইসরি মুসতাহলাহলি হাদসি” (পৃষ্ঠা-৬৭)।

আল্লাহই ভাল জানেন।